ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যা দেখে হাসি সামলাতে পারেননি শাহরুখ খান!

পৃঃ ৫

ক্রিকেটের কোন ফরম্যাট সবচেয়ে সেরা ফরম্যাট? জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলী

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৫ ● কলকাতা ● ৩০ আষাঢ়, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১৬ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

গাড়িতে ঠায় বসে থেকেও

ভাঙড়ে ঢুকতে পারলেন না নওশাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাতিশালার কাছে পুলিশের বাধা পেয়ে গাড়ি থামিয়েছিলেন। তখন সকাল প্রায় ১০টা। পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি হয়েছিল। কোনও কাজ হল না। প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা ঠায় গাড়িতে বসে থেকেও কাজ হয়নি। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙড়ে ঢুকতে পারলেন না আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। স্থানীয় সূত্রে খবর, সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ গাড়ি ঘুরিয়ে নেন আইএসএফ বিধায়ক।

অন্য দিকে, টানা অপেক্ষার পর গাড়ি ঘুরিয়ে নেন নওশাদ। কিন্তু তার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া এবং গন্তব্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। নওশাদকে একাধিক বার ফোন করা হয়েছে। তিনি ফোন ধরেননি। পরে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করা হয়। তারও কোনও জবাব আসেনি বিধায়কের তরফে।পঞ্চায়েত ভোটের পর নাগাড়ে গন্ডগোল, রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণ ভাঙড়ে জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। ভোটের পরই ওই বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক অশান্তিতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে দুই আইএসএফ কর্মী আছেন।

এরপর ৩ পাতায়

খেলা হবে" অতীত, এবার প্রকাশ্যে এল

তৃণমূলের নতুন 'থিম সং"!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খেলা হবে'। তৃণমূলের এই একটাই স্লোগান রীতিমতো ঝড় তুলেছিল সারা বাংলায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে তৈরী হওয়া এই স্লোগানকে অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই নানান সময়ে আপন করে নিয়েছে। এবার ২১'শে জুলাইয়ের প্রচারে আরও এক থিম সং নিয়ে এলল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।সম্প্রতি তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রার গান প্রকাশ হয়েছে। এদিকে, ২০২১ বিধানসভা ভোটে খেলা হবে ছিল অন্যতম আকর্ষণ। শুধু তাই নয়, অতীতেও শাসকদলের তৈরী বিভিন্ন গান বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। খেলা হবে ছাড়াও 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়'র মতো স্লোগানও রীতিমতো নজর কেড়েছিল আমজনতার। ফলে, নয়া গানের লক্ষ্য যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন তা একপ্রকার স্পষ্ট।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এগিয়ে আসছে ২১ শে জুলাই। ইতিমধ্যেই, জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। পঞ্চায়েত ভোটের পর্ব মিটে যাওয়ার পর শাসক দলের পক্ষ থেকে যে এটাই সবচেয়ে বড় জমায়েত তার বলাই বাহুল্য। তাই, রেকর্ড সংখ্যক মানুষকে কাছে টানতে কোন ত্রুটি রাখতেই নারাজ ঘাসফুল শিবির। তাই নানাভাবে এই কর্মসূচিকে সাজাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বলা ভালো, শুক্রবারেই হয়ে গিয়েছে খুঁটিপুজো। শুধু তাই নয়, মঞ্চ তৈরির বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহায়তায় ২১ শে জুলাই শহিদদের স্মরণ করে একটি গান রিলিজ করা হয়েছে। গানটি রিলিজ করেন বিধায়ক তাপস রায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নেতা।

জানা গিয়েছে, সাহেব সাহাই গানটির কথা, সুরের সৃষ্টিকর্তা। তিনি নিজের গলাতেই গেয়েছেন গানটি। এছাড়াও বৈশালী, সৈকত, অয়ন, বিশ্বজিত , সুমন , রাজন্যা কণ্ঠে রয়েছেন। অনিক ত্রিপনের হাত ধরে সংগীত আয়োজন যে অন্যমাত্রা পেয়েছে তার বলাই বাহুল্য। রেকর্ডিস্ট ও শব্দ মিশ্রণ করেছেন জয়জিত অধিকারী।

মমতার প্রশাসনিক ক্ষমতা রেখেই

৩৫৫ চান শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুভেন্দু অধিকারী ৩৫৫ ধারার পরিবেশ তৈরি করতে চান! এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও তাকে পাত্তা না দিয়ে নিজের অবস্থান ফের স্পষ্ট করলেন শুভেন্দু অধিকারী।আমতায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বিজেপি প্রার্থী, কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করে শুভেন্দু আজ চলে যান বারুইপুরে দলীয় পার্টি অফিসে।

শুভেন্দু বলেন, এসএসকেএম হাসপাতালের সাইলেন্স জোনে উনি কীভাবে দেড় ঘণ্টা ধরে সাংবাদিক বৈঠক করলেন সেই প্রশ্ন মিডিয়ার করা উচিত। পিজিতে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর জন্মদিন পালন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালটিকে বাড়ির আড্ডাখানায় পরিণত করেছেন ওঁরা।

এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কীভাবে পুলিশ ও বিডিওদের মদতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার খতিয়ান দেন শুভেন্দু। শিবিরে আশ্রয় নেওয়া গুরুতর আক্রান্তদের চিকিতসা ও ঘরছাড়াদের আইনি সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিরোধী দলনেতা।সেখানে আক্রান্ত ও ঘরছাড়াদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অভয়বাণী দেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আস্থা রাখুন। আমি আপনাদের বাড়িতেও পৌঁছে দেব।

শুভেন্দু বলেন, জঙ্গলরাজ বর্বরতার চরমসীমায় পৌঁছেছে। কথায় আছে, অতি

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

বেকসুর খালাস পেয়ে

প্রাক্তন এসপি ভারতীকে বিঁধলেন রামবাবু, পাল্টা দিলেন বিজেপি নেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৎকালীন পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ তাঁকে 'জোর করে' গ্রেফতার করেছিলেন। খড়্গপুরের রেল মাফিয়া শ্রীনু নাইডুকে খুনের ঘটনায় বেসকুর খালাস পাওয়ার সপ্তাহ দুয়েক পর বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এমনটা অভিযোগই করলেন বাসব রামবাবু। তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে ভারতীর পাল্টা প্রশ্ন, ওঁর এই অভিযোগ আদালতকে বলেননি কেন?এক সময় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল রামবাবুর। তবে ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তিনি নাম লেখাবেন না বলেই জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, "শান্তিতে থাকতে চাই। পরিবার নিয়ে থাকতে চাই।" আগামিদিনে জমি কেনাবেচা, প্রোমোটিংয়ের মতো ব্যবসা করার ইচ্ছা আছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রামবাবুর অভিযোগ নিয়ে বিজেপি নেত্রী ভারতী বলেন, "ওঁর এমন অভিযোগ থাকলে আদালতকে বলেননি কেন? উনি যে গুন্ডারাজ খড়্গপুর শহরে শুরু করেছিলেন তা আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমি পুলিশ সুপার থাকি বা না থাকি, উনি যদি আবার গুন্ডামি শুরু করেন তা হলে আইনের সাহায্য নিয়ে কী ভাবে ওঁকে শাস্তি পাওয়াতে হয় তা আমি ভাল করে জানি। উনি যেন ভুলে না যান যে, আরও একটি মামলায় উনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাতে খড়্গপুর শহরে ওঁর ঘোরাফেরা করার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।"২০১৭ সালের ১১ জানুয়ারি খড়্গপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে নিউ সেটলমেন্ট এলাকায় তৃণমূলের ওয়ার্ড কমিটির কার্যালয়ে ছিলেন শ্রীনু। সেই সময় কয়েক জন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী গুলি করে খুন করে শ্রীনুকে। হামলায় মৃত্যু হয় ধর্মা রাও নামে শ্রীনুর এক শাগরেদেরও। জখম হন তিন জন। ওই কাণ্ডে রামবাবু-সহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সাড়ে ছ'বছর পর গত জুন মাসের শেষ লগ্নে ওই মামলা থেকে বেকসুর খালাস পান রামবাবু। ছাড়া পান আরও ১২ জন। শনিবার খড়্গপুরের মালঞ্চ এলাকার বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে রামবাবু দাবি করেন, শ্রীনুর হত্যার সময় তিনি আদালতের নির্দেশে খড়্গপুরের বাইরে ছিলেন। কারা ওই ঘটনা ঘটিয়েছে তা তিনি কিছুই জানেন না বলেও দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর যে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তাতে তাঁর নাম ছিল না। এক জনকে গোপন জবানবন্দির মাধ্যমে তাঁর নাম জোর করে বলিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন রামবাবু। এ নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ততকালীন পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি।

এবার সুজয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে

বড় 'অ্যাকশন' ইডি-র, মিলল অনুমতিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্ত্রীর মৃত্যুর পর আপাতত প্যারোলে মুক্ত রয়েছেন বঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু । তবে কাকু জেলে ফিরলেই বাড়বে বিপত্তি। আগামী ১৬ জুলাই প্রেসিডেন্সি সংশোধনগারে ফেরার কথা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের।

অন্যদিকে, ইডির আইনজীবী আদালতে জানায়, ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সুজয় কৃষ্ণ তার ঘনিষ্ঠ রাহুল বেরা নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়োগ দুর্নীতি সম্পর্কিত সমস্ত নথি নষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ফোন মারফত। সেই ভয়েস কলের রেকর্ডিং তাদের হাতে এসেছে।সেই কণ্ঠস্বর তা যাচাই করতেই 'কাকুর' স্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। আর তারপরই তার ভয়েস স্যাম্পেল সংগ্রহ করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।

গতকাল কলকাতার বিশেষ সিবিআই আদালত তরফে এই নির্দেশ পায় ইডি। শুক্রবার এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, মামলার তদন্তকারী অফিসার অত্যন্ত গোপন নথি

এরপর ৩ পাতায়

কুন্তলের সেল-এর সামনে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আদালতে সব কথা ফাঁস করল ইডি-সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কুন্তল ঘোষের সেলের কাছে ঘোরাফেরা করছে তৃতীয় ব্যক্তি। নির্যাতনের অভিযোগেরও নেই কোনও সারবত্তা। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষকে নিয়ে আদালতে একগুচ্ছ রিপোর্ট জমা দিল ইডি-সিবিআই। উঠে এল একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ। পাশাপাশি, গোয়েন্দারা জানালেন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ১০০ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার করেছেন তাঁরা।অন্যদিকে, নিয়োগ দুর্নীতিতে এখনও পর্যন্ত ১২৬.৭ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। ১০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এই মুহূর্তে ইডির নজরদারিতে রয়েছে। ৩৫০ কোটি পর্যন্ত এই দুর্নীতি অঙ্ক পৌঁছতে পারে রিপোর্টে জানিয়েছে ইডি।

এছাড়াও, বাংলা চলচ্চিত্র জগতেও এই টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। সম্প্রতি ১৯ টি জায়গায় একযোগে তল্লাশিও চালানো হয়েছে। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ও পরিবারের নামে সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। এই সমস্ত কথাই এদিন আদালতকে জানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।নজরে আরও ১০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। জালের বিস্তার বহুদূর!

এদিন কুন্তল ঘোষ নিয়ে আদালতে একাধিক রিপোর্ট পেশ করে ইডি-সিবিআই। সিবিআইয়ের তরফে হাইকোর্টকে জানানো হয়, জেলে কুন্তল ঘোষের সেলের কাছে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। যা যথেষ্ট সন্দেহ জনক বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কি কেউ খবর পৌঁছে দিচ্ছে কুন্তলকে? উত্তর মেলেনি।পাশাপাশি, তাঁর উপরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলে যে অভিযোগ এনেছিলেন কুন্তল, সেই অভিযোগেরও কোনও সারবত্তা নেই বলে দাবি ইডির। অন্যদিকে, সিবিআই আদালতকে জানিয়েছে, কুন্তল ঘোষের অভিযোগ অসত্য। নির্যাতন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি আছে। কুন্তলের চিকিতসক, পরিবার এবং আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে। আদালতে রীতিমতো রিপোর্ট পেশ করে এ কথা জানিয়েছে সিবিআই ও ইডি।

এদিন প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে গোয়েন্দাদের প্রশ্ন করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। গোয়েন্দাদের তরফে জানানো হয় কুন্তল ঘোষ, অয়ন শীল ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে ইতিমধ্যেই। কুন্তল ঘোষ, অয়ন শীল ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪৩টি স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান মিলেছে। অভিযুক্ত ও তাঁদের পরিজনদের নামে এই সম্পত্তি রয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি।

গণনাকেন্দ্রের ফুটেজ

জমার নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিংহের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বালি জগাছায় একটি বুথের বাইরে থেকে উদ্ধার হওয়া একগুচ্ছ ব্যালট পেপারের গণনা কি হয়েছিল? শুক্রবার একটি মামলার শুনানিতে এমনই জানতে চাইলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। সেই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, ওই বুথের ভোটগণনা যেখানে হয়েছে, সেই গণনাকেন্দ্রের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ আদালতে জমা রাখতে হবে।আগামী ২৫ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রে খবর। তার আগে এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সে নিয়ে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে বিডিওকে।

শুক্রবার হাই কোর্টে এ ধরনের একাধিক মামলা রুজু করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের জেলা পরিষদের এক বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, জয়ী ঘোষণা করার পরেও তাঁকে শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। এই মামলায় সশরীরে হাজিরা দিয়ে বিডিও আদালতে দাবি করেন, ভোটের ফল নথিবদ্ধ করার সময় ভুলবশত পরাজিত প্রার্থীর নাম জয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘটনায় রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি সিংহ। ওই গণনাকেন্দ্রেরও ভিডিয়ো ফুটেজ তলব করেছেন তিনি।সংরক্ষণ করতে হবে ওই ব্যালট পেপারগুলি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন হুগলির জাঙ্গিপাড়ার রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছিল একগুচ্ছ ব্যালট পেপার। এ বার বালি জগাছার একটি বুথের বাইরে থেকে বান্ডিল বান্ডিল ব্যালট পেপার মিলেছে বলে দাবি। ওই বুথে পুনর্নির্বাচনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সেখানকার সিপিএম প্রার্থী। শুক্রবার এই মামলার শুনানিতে বালির বিডিও তথা পঞ্চায়েতে নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের দাবি, ব্যালট পেপারগুলিতে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর রয়েছে। ফলে সেগুলি বৈধ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণনার দিন সেগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ওই ব্যালট গণনা হয়েছিল কি না, তা জানতে চেয়েছেন হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। তাঁর প্রশ্ন, "এই ব্যালট গণনা হয়েছিল? (এ বিষয়ে) কমিশনের পদক্ষেপ কী করেছে?"জগাছার ওই বুথের সিপিএম প্রার্থী তথা মামলাকারীর দাবি, ব্যালট পেপার উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ভোটগণনা ঠিকমতো হয়নি। ফলে পুনরায় নির্বাচনের দাবি করেছেন তিনি। বিচারপতি সিংহের পর্যবেক্ষণ, সম্ভবত এই ব্যালটগুলি গণনা হয়নি। তা হলে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন হতে পারে। বিডিওর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, "বৈধ ব্যালট বাইরে থেকে উদ্ধার হলেও কী ভাবে জয়ী ঘোষণা করলেন?" এর পর তাঁর নির্দেশ, গণনাকেন্দ্রের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে জমা রাখতে হবে। সেখানে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে ব্যালট পেপারগুলিও।

পুলিশের 'দান' মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে

রক্তের প্রয়োজন মিটল এক রোগীর,রক্ত দিলেন নয়াগ্রামের সিভিক ভলেন্টিয়ার

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : পুলিশের 'দান' মোবাইল এপ্লিকেশন এর মাধ্যমে শনিবার রক্তের প্রয়োজন মিটল গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি এক মুমূর্ষু রোগীর। রক্তদান করলেন নয়াগ্রাম থানার এক সিভিক ভলানিটিয়ার। জানা গিয়েছে,রেনুবালা ঘোষ নামে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি এক মহিলার রক্তের প্রয়োজন পড়ে। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের যোগান না পেয়ে মহিলার পরিবার দ্বারস্থ হন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের 'দান' মোবাইল এপ্লিকেশনে। খবর পাওয়া মাত্র নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষাল থানার সঞ্জিত সিংহ নামে সিভিক ভলানিটিয়ারকে রক্তদান করার জন্য পরামর্শ দেন।সেই মতো সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জিত সিংহ গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসে রক্তদান করেন। প্রয়োজনীয় রক্ত পেয়ে খুশি রোগীর পরিবারের লোকজন। পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের 'দান'মোবাইল এপ্লিকেশন এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

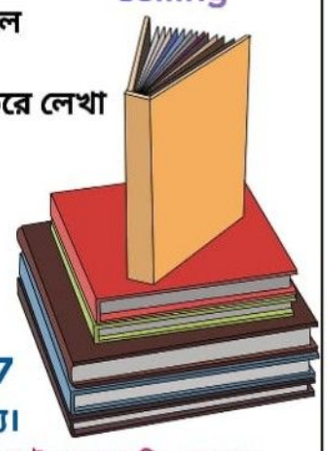

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

গাড়িতে ঠায় বসে থেকেও ভাঙড়ে ঢুকতে পারলেন না নওশাদ

শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ সেই ভাঙড়ের দিকে যাওয়ার সময় নওশাদকে বাধা দেয় বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। বলা হয়, ওই এলাকায় ঢোকার অনুমতি নেই তাঁর। বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও কেন ভাঙড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, এ নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের উপরে ক্ষোভ উগরে দেন নওশাদ। পুলিশ আধিকারিককে তিনি বলেন, "আমি ভাঙড়ের জনপ্রতিনিধি। আমার পরিচয়পত্র রয়েছে। তা হলে কেন যেতে পারব না?" পাল্টা পুলিশ আধিকারিক তাঁকে বলেন, "১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই।" এই নিয়ে পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে দীর্ঘ নওশাদের কথোপকথন চলে। তিনি বলেন, "তৃণমূলের নেতারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ আমি বিধায়ক, আর আমায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না! রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ ভাবে আমায় আটকে রাখা যাবে না।" বিধায়কের পরিচয়পত্র এগিয়ে দিয়ে নওশাদ বলেন, "দেখুন তখন আমরা মুখটা কালো ছিল। এখন একটু ফর্সা হয়েছি। এটুকুই তফাত। এই আমার আইডি কার্ড। আমি বিধায়ক।" কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। ওই পুলিশ আধিকারিক জানান, তাঁর কাছে যে 'অর্ডার কপি' রয়েছে, সেখানে নওশাদকে ছাড় দেওয়া হবে কি না, তার উল্লেখ নেই। তাই তিনি তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। আধিকারিকের কাছে ওই 'অর্ডার কপি' চেয়ে নেন ভাঙড়ের বিধায়ক। এ ভাবে সময় গড়ায়। হুঁশিয়ারির সুরে নওশাদ বলেন, "কত ক্ষণ আটকে রাখে দেখি। আমি শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পুরো ভাঙড়ে তল্লাশি চালানো হোক। নির্বাচন কমিশন সক্রিয় থাকলে এত মৃত্যু দেখতে হত না। মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতাম। মানুষকে বলব, কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না।" তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তোপ দেগে বলেন, "১৪৪ ধারা কী, সেটা আমি জানি। আমি তো কোনও জমায়েত করছি না। জমায়েতের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাঙড়ে যাচ্ছি না। কিন্তু বিধায়ক হয়েও আমি আমার বিধানসভা এলাকায় ঢুকতে পারছি না। আমায় ১৪৪ ধারার কথা বলে হচ্ছে। এক জন মাত্র লোক রয়েছে আমার সঙ্গে। তার পরও যেতে পারছি না।" বিধায়কের সংযোজন, "আসলে কেন আমায় আটকানো হচ্ছে, সেটা জানি। রাজনৈতিক ভাবে আইএসএফের সঙ্গে লড়াইয়ে না পেরে এমন সব ব্যবস্থা করছে তৃণমূল। ভাঙড়ের মানুষ সব দেখছেন। এর জবাব কী ভাবে রাজনৈতিক ভাবে দিতে হয়, তা আমার জানা আছে।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক তথা ভাঙড়ে তৃণমূলের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লার দাবি, "১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। আমরা কেউ ঢুকতে পারছি না। আবার উস্কানি দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন উনি (নওশাদ)? আবার খুনোখুনি চাইছেন? উনি আবার যেতে চাইছেন উস্কানি দিতে। মায়ের কোল খালি করার চেষ্টা করছেন।"

মণিপুর নিয়ে মোদীর নীরবতা 'ব্যাখ্যাতীত,

ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ', বলল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন দিনের বিদেশ সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে ফেরার বিমানে ওঠামাত্র মণিপুর নিয়ে নতুন করে আক্রমণ শানালো কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দলের কথায়, প্রধানমন্ত্রীর নীরবতা 'ব্যাখ্যাতীত, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ'। এই বাক্য-সহ মণিপুর নিয়ে কংগ্রেস দলীয় বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।মণিপুর নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার আগে শুক্রবার রাতে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সভাপতিদের সঙ্গে দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ো এবং সংগঠন সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বৈঠক করেন। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা হলেও সেখানে মণিপুর নিয়ে কম-বেশি উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতিরাই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেই বৈঠকেই কংগ্রেস অশান্ত রাজ্যটি নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে।শনিবার দুপুরে প্রথমে রাহুল গান্ধী বিদেশ সফররত প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুরের অশান্তি এবং তাঁর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তীব্র আক্রমণ শানান। প্রধানমন্ত্রী তখন ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। বিকালে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার বিমানে ওঠার পর দিল্লিতে কংগ্রেস দলীয় প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। মণিপুর হিংসার শনিবার ছিল ৭১তম দিন। এর মধ্যে একদিনের জন্যও প্রধানমন্ত্রী মোদী ওই রাজ্যের জাতিদাঙ্গা নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে থাকার সময় ইউরোপিয় ইউনিয়নের সংসদে মণিপুর নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে মানবাধিকার হরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি ভারতের শাসক দল বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয় সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের কেউ কেউ। যদিও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে, এটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই ব্যাপারে অন্য দেশ বা সংগঠনের নাক গলানো অনুচিত। সপ্তাহখানেক আগে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতও মণিপুরে মানবাধিকার হরণ নিয়ে সরব হন। কংগ্রেসের বক্তব্য, মণিপুরে হিংসা থামাতে সরকারের ব্যর্থতা এবং প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণেই বিদেশিরা মুখ খোলার সুযোগ পাচ্ছে।

১-ম পাতার পর

মমতার প্রশাসনিক ক্ষমতা রেখেই ৩৫৫ চান শুভেন্দু

বাড় বেড়ো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন। যা ঘটছে সভ্য সমাজে, স্বাধীন দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। লুঠে নেতৃত্ব দিয়েছে গুন্ডার মতো আচরণ করা পুলিশ। বিডিওরা চৌর্যবৃত্তিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভোট চুরিতে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা চাই না। রাজ্যকে দেউলিয়া করেছেন। বেতন দিতে পারবেন না। মনু সিংভিরা ডিএ ঠেকাতে মরিয়া। ফলে পুলিশের ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। আমার বক্তব্য নিয়ে ঘেউ ঘেউ করছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাকেত গোখলের মতো চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা। বার্কিং ডগ! আমি বলেছি, সংবিধান মেনে ৩৫৫ ধারা লাগুর কথা।

মিটিং-মিছিল, অবরোধ, প্রয়োজনে নবান্ন অভিযান, হরতাল চান শুভেন্দু। কাঁথি থেকে কোচবিহার, দিঘা থেকে দার্জিলিং জুড়ে গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে ৩৫৫ ধারা জারি হয়। শুভেন্দু বলেন, সবচেয়ে বেশি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। এই জেলার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া ও পূর্ব বর্ধমানে চলছে বেশি সন্ত্রাস।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৃণমূলেরও যাঁরা মারা গিয়েছেন সেই সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে। তৃণমূলের লোকদের বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি শুভেন্দুর। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এখানে একটি বাচ্চা মেয়ে পর্যন্ত বলল, বাড়িতে থাকতে দিচ্ছে না। এর নাম স্বাধীনতা?

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কেন ভাঙড়ে যাচ্ছেন না সে প্রশ্ন তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। শুভেন্দু বলেন, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে বিজেপির কর্মী, সমর্থক, এমনকী ভোটাররা দরজা খুলে দিচ্ছেন, কথা বলছেন। ভাঙড়ে আমি যেতেই পারি। আমি অকুতোভয়। কিন্তু বিধায়ক কি দরজা খুলবেন?

এরপরই শুভেন্দু বলেন, ওঁর কমিউনিটিকে বোঝানো হয়েছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক। নওশাদ আগে তাঁর এলাকার ভোটারদের বোঝাক বাঁচার জন্য নো ভোট টু মমতা দরকার। বিজেপির বিধায়ক হিসেবে গেলে আমি ভাঙড়ে ভোট চাইব না। বগটুইয়েও আমিই প্রথম ৫৫ জন বিধায়ককে নিয়ে গিয়েছিলাম। মমতা, নওশাদরা পরে গিয়েছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল শুভেন্দুর রক্ষাকবচ পাওয়াকে কটাক্ষ করেছিলেন। শুভেন্দু বলেন, আমার নামে মিথ্যা মামলা হয়েছিল বলে রক্ষাকবচ দিয়েছে আদালত। উনি চোর বলে রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করেছে আদালত। শান্তনু, কুন্তলরা ওঁর সৃষ্টি, ভায়া কুন্তল সায়নীও। ওঁর বাবা, মা, স্ত্রী যে সংস্থার ডিরেক্টর তার এমডি কালীঘাটের কাকুও জেলে। ফলে আপনি চোর!

অভিষেকের সাংসদ পদ

খারিজের আর্জি করলেন সৌমিত্র

সৌরভ দত্ত: নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজ হোক। এই আবেদন জানিয়ে এবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। যা নিয়েই নতুন করে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোট সন্ত্রাসে আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে এসএসকেএমে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই ভোট হিংসা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অভিষেকের দাবি, বিচারব্যবস্থার একাংশ মদত দিচ্ছে বিজেপিকে। আদালতের 'প্রোটেকশনের' কারণেই ভোট সন্ত্রাসে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না পুলিশ। তাঁর এ মন্তব্য নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায়। অভিষেকের মন্তব্যের বিরোধিকতা করে ওম বিড়লাকে লেখা চিঠিতে সৌমিত্র খাঁ লিখেছেন, "ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এটা আমাদের সংবিধান ও বিচারব্যবস্থার জন্য অবমাননাকর। আমরা কখনওই আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না, বা বিরুদ্ধাচারণ করতে পারি না। এই কাজ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সংবিধানকে আক্রমণ করেছেন। একইসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টকেও অপমান করেছেন।"

রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারি নিয়ে

সুকান্তর দাবি নস্যাৎ করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : 'বাংলায় ৩৫৫ ধারা জারি করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপনি কিছু করুন।' দিল্লি গিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের এই দাবি কার্যত নাকচ করে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ৩৫৫ জারি করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে।এই বৈঠকের পর বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার মধ্যেও ভাল ফল করেছে বঙ্গ বিজেপি, তা উল্লেখ করে রাজ্য নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জবাবে পালটা টুইট করে তুলোধোনা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন। টুইটে লেখেন, আর কত নিচে নামবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? শালীনতা ও মানবতা - এই দুটি শব্দ আপনার অভিধানে নেই।তাই দাবি করলেই হয় না। সবদিক খতিয়ে দেখতে হয়। এখনই ৩৫৫ ধারা জারি করলে রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল সুবিধা পাবে। কারণ, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। জোর করে ৩৫৫ অথবা ৩৫৬ জারি করতে গেলে দলের পক্ষে হিতে বিপরীত হবে। তাই কেন্দ্রের দিকে না তাকিয়ে রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলের মোকাবিলা করুন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে এই পরামর্শ দিলেন অমিত শাহ।

রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারি যে কার্যত অসম্ভব, শুক্রবার সন্ধ্যায় অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক শেষে স্পষ্ট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার । জানান, ৩৫৫ ধারা জারির বিষয়টি প্রশাসনিক। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন বলে সংবাদিকদের সামনে দাবি করেন সুকান্ত। এদিন দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়েই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন সুকান্ত। বলেন, 'কিছুদিনের মধ্যেই ওঁর কী অবস্থা হয়, দেখতে থাকুন।'

২ পাতার পর

এবার সুজয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বড় 'অ্যাকশন' ইডি-র, মিলল অনুমতিও

আদালতে পেশ করেছেন তার পর্যবেক্ষণের জন্য সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারকের নির্দেশ, সুজয়বাবু জেলে ফেরত আসার তিন দিনের মধ্যেই ইডিকে ওই নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

এদিন আদালতে ইডি স্বরের নমুনার আবেদন জানালে পাল্টা 'কাকু'র আইনজীবীরা আদালতে জানান, "রাষ্ট্রদ্রোহিতার সঙ্গে জড়িত ছাড়া কোনও ব্যক্তির মোবাইলে আড়ি পাতা সম্পূর্ণ বেআইনি। আইনের কোন ধারায় তা সংগ্রহ করা হয়েছে, তা আদালতে পেশ করা হোক।"

দুপক্ষের সমস্ত কথা পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, পে সিডেন্সি সংশোধনাগারেই নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা সেই কাজ করবেন। ইডি'র তদন্তকারী অফিসাররাও সেখানে থাকবেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৫ সংখ্যা ১৬ জুলাই, ২০২৩ রবিবার ৩০ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

জমা পড়েছে ৫০ লক্ষ মতামত, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে শুনানির সময়সীমা বাড়াল আইন কমিশন

দেওয়ানি বিধি নিয়ে নাগরিক এবং সংগঠনগুলির মতামত দেওয়ার সময়সীমা আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়াল জাতীয় আইন কমিশন। শুক্রবার আইন কমিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত বুধবার পর্যন্ত এ বিষয়ে অনলাইনে প্রায় ৫০ লক্ষ ব্যক্তি এবং সংগঠনের মতামত জমা পড়েছে বলে আইন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খ্রিস্টানপ্রধান তিন রাজ্য মিজোরাম, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ড সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠনের তরফে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আপত্তির কথা উঠেছে আগেই। মিজোরামের শাসকদল বিজেপির সহযোগী এমএনএফের রাজ্যসভার সাংসদ কে ভানলালভেনা আইন কমিশনে চিঠি পাঠিয়ে বলেন, উত্তর-পূর্বের জনজাতিদের ক্ষেত্রে অভিন্ন বিধি প্রয়োগ করা অবাস্তব। তা কেউ মেনে নেবে না।গত ১৪ জুন ২২তম আইন কমিশনের তরফে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং আমজনতার মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল এক মাস। তার পরেই বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ঘটনাচক্রে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২২তম আইন কমিশনের মেয়াদ প্রায় ১৮ মাস বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ অগস্ট পর্যন্ত করেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বলবীর সিংহ চৌহানের নেতৃত্বাধীন ২১-তম আইন কমিশনের মত ছিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারের মতো পারিবারিক বিষয়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি, জৈন সকলের জন্য একই আইন চালু করার প্রয়োজন নেই।পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে। দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রতিশ্রুতি বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রামমন্দির, তিন তালাক, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পরে এ বার তা পূর্ণ হতে চলেছে বলে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় সংগঠনের তরফে উঠে এসেছে বিরোধিতার সুরও।

শুক্রবার বিজেপি-শাসিত রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ থেকেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। অরুণাচলের ২৬টি জনগোষ্ঠীর যৌথ মঞ্চ 'অরুণাচল ইন্ডিজেনাস ট্রাইবস্ ফোরাম' আইন কমিশনে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, ২৬টি প্রধান এবং প্রায় ১০০টি উপ-জনগোষ্ঠীর রাজ্য অরুণাচলে বিভিন্ন পারম্পরিক রীতি-নীতি পালিত হয়। তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সকলের উপরে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। তাদের বক্তব্য, 'মূল ভূখণ্ডে' অভিন্ন বিধি বলবত করায় আপত্তি নেই, কিন্তু জনজাতিপ্রধান অরুণাচলকে এর আওতার বাইরে রাখতে হবে।

ইসরোর চন্দ্র মিশনে সামিল বাংলার নীলাদ্রি, খুশির হাওয়া মছলন্দপুরে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সাফল্যের মুখ দেখেনি আগের মিশন। কিন্তু, চন্দ্রযান ২.০ তে বড় ভূমিকা ছিল হুগলির গুড়াপের চন্দ্রকান্ত কুমারের। চন্দ্রযান-২ এর যোগাযোগের জন্য যে অ্যান্টেনা তৈরি করা হয়েছিল তার ডিজাইন করেছিলেন বাংলার এই মহাকাশ বিজ্ঞানী। তিনি ও তাঁর ভাই শশীকান্ত কুমার এখনও কাজ করছেন ইসরোতে।প্রসঙ্গত, শুক্রবার শ্রীহরিকোটা থেকে দুপুর আড়াইটা নাগাদ চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দেয় চন্দ্রযান-৩। ইতিমধ্যেই এই সাফল্যের জন্য ইসরোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে নাসা। এখনও পর্যন্ত সফলভাবেই চলছে চন্দ্রযান ৩ মিশন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পৃথিবীর কক্ষপথে একবার পাক খাওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে চন্দ্রযানের। শুক্রবার দুপুর থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খাচ্ছে চন্দ্রযান। আরও ১৬ দিন পৃথিবীর চার দিকে ঘুরবে বিক্রমরা। ৩১ জুলাই চাঁদের কক্ষপথের দিকে রওনা দেবে। ২৩ অগস্ট চাঁদে নামতে পারে বিক্রম ল্যান্ডার। বিকেল ৫টা ৪৭ মিনিটে দক্ষিণ মেরুতে 'ল্যান্ডিংয়ের' সম্ভাবনা।এবার নয়া মিশনেও বড় ভূমিকা রাখছেন বাংলার আর এক মহাকাশ বিজ্ঞানী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মছলন্দপুরের বাসিন্দা নীলাদ্রি মৈত্র। পড়াশোনা রাজবল্লভপুর হাইস্কুলে। চন্দ্রযান-৩ তৈরি থেকে উতেক্ষপণ পর্যন্ত, গোটা কর্মযজ্ঞে সামিল ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়েই এখন তুমুল উচ্ছ্বাস গোটা জেলাজুড়ে। নয়া চন্দ্রযানের সফল উতেক্ষপণের পর থেকেই খুশির হাওয়া মছলন্দপুরে। নীলাদ্রির বাবা জানাচ্ছেন, ছোট থেকেই মহাকাশ নিয়ে তুমুল আগ্রহ ছেলের। সেখান থেকেই এই পথে পড়াশোনা। ছেলের সাফল্য গর্বিত তিনিও। এদিকে ইতিমধ্যেই অবার চন্দ্রযানকে চাঁদে পাঠিয়ে ইসরোতে বসেই এলাকাবাসীর জন্য ভিডিয়ো বার্তা পাঠিয়েছেন নীলাদ্রি। গর্বিত তাঁর কাকাও। তিনি বলেন, "ছোট থেকেই ওর মহাকাশ গবেষণা নিয়ে খুব উতসাহ ছিল। এখন বিশ্বের কাছে ভারতের নাম আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এই যাত্রায় আমাদের ছেলের নাম থাকায় আমারও খুব গর্ববোধ করছি।"

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নীল বা কৃষ্ণগ বর্ণের ঘট, পুষ্প, বস্ত্র, লৌহ, মাষ কলাই , কালো তিল, দুগ্ধ, গঙ্গাজল, সরষের তেল প্রভৃতি বস্তু শনিদেবের ব্রতের জন্য আবশ্যিক। নির্জলা উপবাস বা একাহারে থেকে এই ব্রত পালন করতে হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জনগণের কাছে সঠিক খবর পৌঁছে দেওয়াই একজন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকের কাজ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বর্তমান ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকতা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল গণমাধ্যম। এই দেশের সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোত ভাবে এমন কিছু বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তির নাম যাঁদের জীবন শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতার হাত ধরে। বিশ্বের সবচেয়এ বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। এ দেশে আইনসভা, আমলাতন্ত্র এবং বিচারব্যবস্থার পর সংবাদমাধ্যমকে বলা হয়, 'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ'। সেই স্তম্ভ এখন নড়বড়ে। বলছে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকের স্বাধীনতারক্ষা সংগঠন ডাব্লিউপিএফ। ২০১৮ সালে ২৫শে এপ্রিল এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি তাদের সমীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে রিপোর্ট বলছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় একসঙ্গে আরও দু'ধাপ তলিয়ে গিয়েছে ভারত।

তিন বছর আগে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। এবার তা ১৩৮ নম্বরে গিয়ে ঠেকেছে। ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া, দাম দিয়ে কেনার চেষ্টা ছাড়াও সাংবাদিকদের প্রাণনাশের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স বা আরএসএফ-এর এই বার্ষিক রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের খুন হওয়ার ঘটনা। তালিকার সবচেয়ে নীচে স্থান পেয়েছে উত্তর কোরিয়া। তার ঠিক ওপরেই রয়েছে এরিট্রিয়া, তুর্কমেনিস্তান, সিরিয়া এবং চীন। তবে গত বছরের মতো এবারও চীন নিজেদের অপরিবর্তিত রেখেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে শীর্ষস্থান পেয়েছে নরওয়ে। এই নিয়ে টানা দু'বছর শীর্ষস্থানে তারা। বর্তমানে আমি অসুস্থ তবুও কত মানুষ রোজ ফোন দেয়। রাস্তায় পুলিশ গাড়ি আটকেছে, মোটরসাইকেল ধরেছে, বাড়িতে চুরি, থানায় দ্রুত মামলা করতে চান– এ রকম কত বিষয়! শুনেছি বড় বড় পদের নিয়োগ-বদলিতেও নাকি কোনো কোনো সাংবাদিক কর্তাব্যক্তিদের কাছে সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়। নিজের পরিচয় দিয়ে মন্ত্রি-সচিব থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ তো সাংবাদিকদের আছেই। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর সাথেও সাংবাদিকদের ছবি-সেলফি, বিদেশ ভ্রমণ-পিঠা খাওয়া, কত আন্তরিক যোগাযোগ। তবুও স্বাধীনতা চর্চার দিক থেকে সাংবাদিকতা এখন সারা বিশ্বে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যেমন আমরা জানি আমেরিকা স্বাধীন সাংবাদিকতার দেশ হিসেবে সুপরিচিত। সে দেশে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মতো একটা অনন্য বিধান আছে, যা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। সেই দেশেই এখন প্রেসিডেন্ট কথায় কথায় সাংবাদিকদের বকাঝকা করেন। সংবাদমাধ্যমে যা কিছু তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়, তাকেই তিনি ফেক নিউজ বলেন। তিনি প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের নিকৃষ্টতম জীবদের অন্যতম বলছেন। এভাবে সাংবাদিকদের ও সাংবাদিকতা পেশাকে হেয় করা হচ্ছে। শুধু আমেরিকা নয়, পশ্চিমা দেশগুলো ছিল স্বাধীন সাংবাদিকতার তীর্থস্থান; তাদের সাংবাদিকতার মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার চর্চা থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের সাংবাদিকেরা অনুপ্রাণিত হতাম। সেটা এখন সাংঘাতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

আমেরিকায় কিংবা জাপানে রাতের বেলা ফাঁকা রাস্তায়ও কেউ ট্রাফিক সংকেত অমান্য করে না। সবাই লালবাতি দেখলে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতি সবুজ না হওয়া পর্যন্ত নড়ে না। এর একটা কারণ, অভ্যাস। আইন তারা মানতে চায়। কলকাতার লোকজনও খুব ট্রাফিককানুন মেলে চলে। আরেকটা কারণ হলো, ক্যামেরা। ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা। ট্রাফিক সিগন্যালের সঙ্গে ক্যামেরায় ছবি তোলা হচ্ছে, নিয়ম ভঙ্গ করা হলে ঠিকই বাড়ির ঠিকানায় জরিমানার চিঠি যায় পৌঁছে। উন্নত দেশগুলোয় অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে ক্যামেরার ভূমিকা খুব বেশি। অপরাধী শনাক্ত করার জন্যও ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে ম্যারাথন দৌড়ের সময় বোমা বিস্ফোরিত হয়। ওখানে যত ক্যামেরা ছিল, টেলিভিশনের, মানুষের মোবাইল ফোনের, সব ছবি নিরীক্ষণ করে এফবিআই শনাক্ত করে দুজন সন্দেহভাজনকে। এ রকমটা ইংল্যান্ডের টিউব রেলে বিস্ফোরণের সময়ও করা হয়েছিল। তবে যারা চতুর্থ স্তম্ভ নামে ক্যামেরাটাকে ধরে রয়েছেন তাদের হাত কাঁপছে। কেন কাঁপছে? সে কি হাতের স্নায়বিক দৌর্বল্য নাকি হাতের বাইরে অন্য কোনও হাতের বাধাদান কিংবা বলপ্রয়োগ, নাকি দু'টোই, তা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। কিন্তু মোদ্দা বিষয় হল, ছবি আর ঠিকঠাক উঠছে না। বস্তুনিষ্ঠ সত্যের অবয়ব অস্পষ্ট, কোথাও ঘোলাটে, কোথাও একপেশে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্বে অল্পস্বল্প ভাবনাচিন্তা যে হচ্ছে না, তা নয়। কাদের মাধ্যমে, কী উপায়ে গণমাধ্যমের চোখে ছানি পড়ে, তার মোটামুটি ছকগুলোও নিয়েও কমবেশি চর্চা চলছে। ক্ষমতার সাধনা করছেন যাঁরা, কিংবা অপরাধকে লুকোবার নিরন্তর প্রয়াস যাদের রয়েছে, তাদের মধ্যে কেবল বুদ্ধিমান এবং কুশলীরাই সত্যের মুখ ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁরা জানেন, গণমাধ্যমের শক্তি এবং সম্ভাবনা।গণমাধ্যমের দূষণ এ যুগে কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক মহলের প্রভাবে। তথ্য-স্বাধীনতার মুখ এরা ঢেকে দেন নিজেদের স্বার্থেই। তবে সারা বিশ্বে একই ছকে গণমাধ্যমকে দূষিত করার চেষ্টা চলছে এমনটা নয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মডেল। তবে নজর করলে দেখা যাবে, গত এক দশকে সারা বিশ্বেই গণমাধ্যমের মালিকানার ছকটির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। যেটা লক্ষ্যণীয়, তা হল অনেক কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাত থেকে বৃহৎ এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটি কর্পোরেট গোষ্ঠীর হাতে গণমাধ্যমগুলির মালিকানা তথা পরিচালন ক্ষমতা এসে যাওয়া। গণমাধ্যম আর পাঁচটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতোই মুনাফাপ্রত্যাশী। কিন্তু ডাক্তারের যেমন অর্থ রোজগারই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, সংবাদমাধ্যমেরও দায়বদ্ধতা জলাঞ্জলি দিয়ে মুনাফাই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং পাঠকের প্রতি আরও সঠিকভাবে বললে তথ্যের প্রতি, সত্যের প্রতি, সাংবাদিকের বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধতা কোনওদিনই অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। তাহলে সেটা আর সাংবাদিকতা থাকে না। সেই কারণে দায়বদ্ধতার সমর্পণবিন্দুটি ঠিক কোথায় আজকাল অনেকেই তা নিয়ে সন্দিহান। একজন সাংবাদিক কার প্রতি দায়বদ্ধ? তথ্যের প্রতি? পাঠকের প্রতি না, তাঁর মালিক, যিনি অন্ন দেন তাঁর প্রতি? অনেক সাংবাদিককে বলতে শুনেছি, আপনি আমাকে মাইনে দেন না। আমার যদি কোনও রকম দায়বদ্ধতা থেকে থাকে, তবে যিনি মাস গেলে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তাঁর প্রতি। কথাটা ভেবে দেখলে একদিক থেকে ভুল নয়। সেটাই হওয়া উচিত। তবে প্রশ্ন যদি হয়, এটাই চূড়ান্ত কি না, তাহলে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। সাংবাদিকতাকে মনিব আর বেতনভূক সম্পর্কের তুচ্ছ লেনদেনের গণ্ডি দিয়ে বেঁধে ফেললে এই পেশার অবমাননা করা হয়। সেই অপমানের ভাগী হতে হয় দু'পক্ষকেই। অবশ্য এই প্রশ্নটিতে সাংবাদিকের একধরনের অসহায়তাও রয়েছে। একুল না ওকূল কোনটা তিনি রাখবেন তা এক বেজায় প্রশ্ন তাঁর কাছে। সেই বিপদে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে যান। সাংবাদিকতার আদর্শে দীক্ষিত মানুষটি দিনের পর দিন যা লিখতে চান, তা লিখতে পারেন না। কারণ হাউস পলিসি তা এনডোর্স করে না। যদি তিনি তাঁর লেখা প্রকাশই না করতে পারেন তবে তো তাঁর সাংবাদিক সত্তাই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তাই সাংবাদিকদের একাংশ সহজ পন্থা ধরেছেন। সবসময় সত্য নয় জেনেও

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

নিজের পারিশ্রমিক ১৩৫ শতাংশ বাড়ালেন মৃণাল ঠাকুর

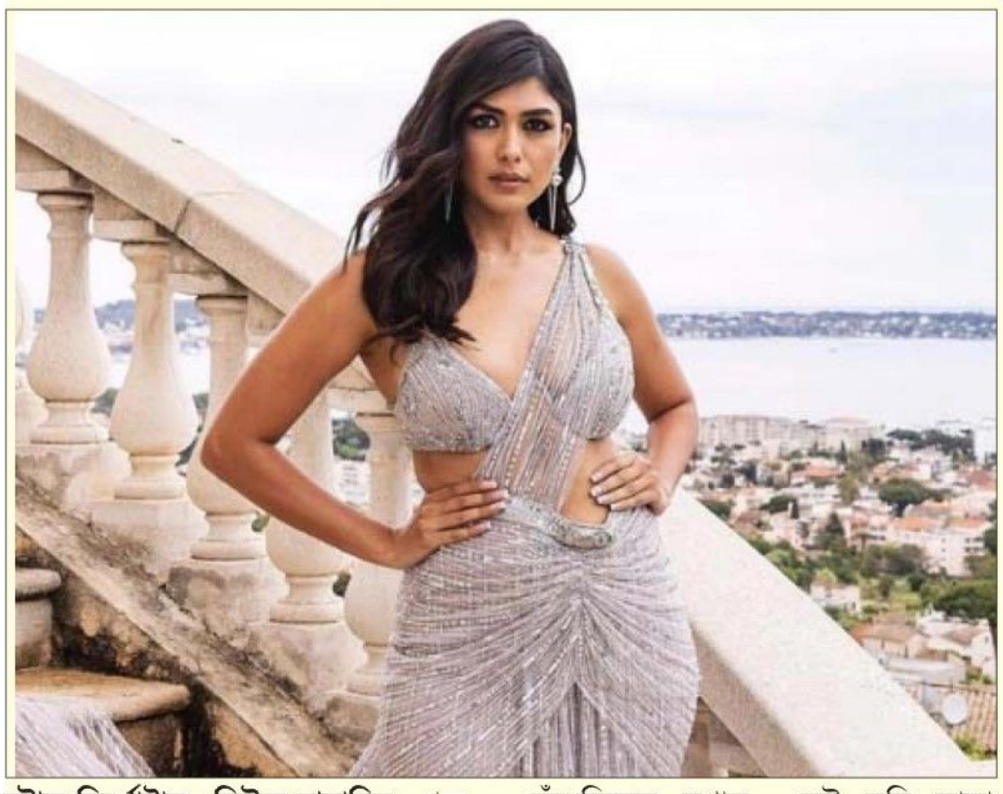

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত কয়েক বছরে বলিউডের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর। 'সীতা রামম', 'জার্সি', 'সুপার ৩০'-র মতো ছবিতে কাজ করে নিজেকে চিনিয়েছেন মৃণাল। শাহিদ কাপূর, হৃতিক রোশনের মতো তারকাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন বলিউডি ছবিতে। 'সীতা রামম' ছবিতে দক্ষিণী অভিনেতা দুলকের সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন মৃণাল। সেই ছবি সাড়া জাগিয়েছিল বক্স অফিসেও। এমন একাধিক সফল ছবিতে কাজ করার পরে এ বার নিজের দর বাড়ালেন অভিনেত্রী। খবর, নিজের পারিশ্রমিক প্রায় ১৩৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছেন মৃণাল। আগে যে কাজের জন্য ৮৫ লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক পেতেন তিনি, এখন সেই কাজের জন্যই ২ কোটি টাকা দাবি করে বসেছেন অভিনেত্রী। 'সীতা রামম'-এর বক্স অফিস সাফল্যের পরে দক্ষিণী বিনোদন জগতের পাশাপাশি বলিউডেও নিজের জমি শক্ত করেছেন মৃণাল। সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে 'লাস্ট স্টোরিজ ২'। সেই অ্যান্থোলজির প্রথম ছবিতেই অভিনয় করেছেন মৃণাল। নীনা গুপ্ত ও অঙ্গদ বেদীর মতো শিল্পীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে তাকে। যদিও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি এই ছবি।

তা সত্ত্বেও অভিনেত্রী হিসাবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী মৃণাল। চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবেও গিয়েছিলেন মৃণাল। সেখানেও নজর কেড়েছেন তিনি। পাশাপাশি, দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে জুটি বেঁধে একটি ছবিতেও কাজ করতে চলেছেন তিনি।

টেলিভিশনে অভিনেত্রী হিসাবে হাতেখড়ি মৃণালের। ২০১২ সালে এক জনপ্রিয় চ্যানেলের ধারাবাহিকে অভিনেত্রী হিসাবে পথচলা শুরু মৃণালের। ২০১৪ সালে একটি মারাঠি ছবিতে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার। তারপরে ২০১৯ সালে 'সুপার ৩০' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন মৃণাল।

আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম: আমির কন্যা ইরা খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আমির খানের কন্যা ইরা খান। তিনি তার পরিবার নিয়ে গত পাঁচ বছর ধরে যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করছেন। তবে এই নিয়ে খোলামেলা ভাবেই কথা বললেন আমির কন্যা। জানালেন, প্রতি আট থেকে দশ মাস অন্তর ভয়ঙ্কর ভাবে সমস্যা বাড়ে। তবে ইরা জানান, বাবা আমির ও মা রীনা দত্তের বিবাহবিচ্ছেদ তার যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। মানসিক যন্ত্রণার ধারা তাদের পরিবারে রয়েছে বলেই ধারণা ইরার।

কয়েক মাস আগে ইরা ইনস্টাগ্রামে নিজের মানসিক যন্ত্রণার কথা শেয়ার করেন সকলের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তার অনুরাগীদের প্রশ্ন করলেন, তাদেরও একই রকম প্যানিক অ্যাটাক হয় কি না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ইরা বলেন, বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় আমার মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি কাউকে কিছু বলিনি, কারণ তারা চিন্তিত হয়ে পড়বেন আমাকে নিয়ে। আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই সময় ইরার বয়স ছিল মোটে ৫ বছর। দীর্ঘ ১৮ বছরের দাম্পত্য ছিল আমির-রিনার। যা ভেঙে যায় ২০১৮ সালে।

ইরা আরও বলেন, একটা সময় ছিল, যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাতাম। মা বুঝতে পেরেছিলেন, হয়তো আমি আর বাঁচব না। সেই সময় তড়িঘড়ি বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে এখন আগের তুলনায় সুস্থ ইরা, সম্প্রতি বাবা আমির ও মা রিনার সাহায্যে অগস্ত্য ফাউন্ডেশনের স্থাপন করেন। ইরার এই সংগঠনের লক্ষ্যই হল, যারা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাদের সাহায্য করা।

যা দেখে হাসি সামলাতে পারেননি শাহরুখ খান!

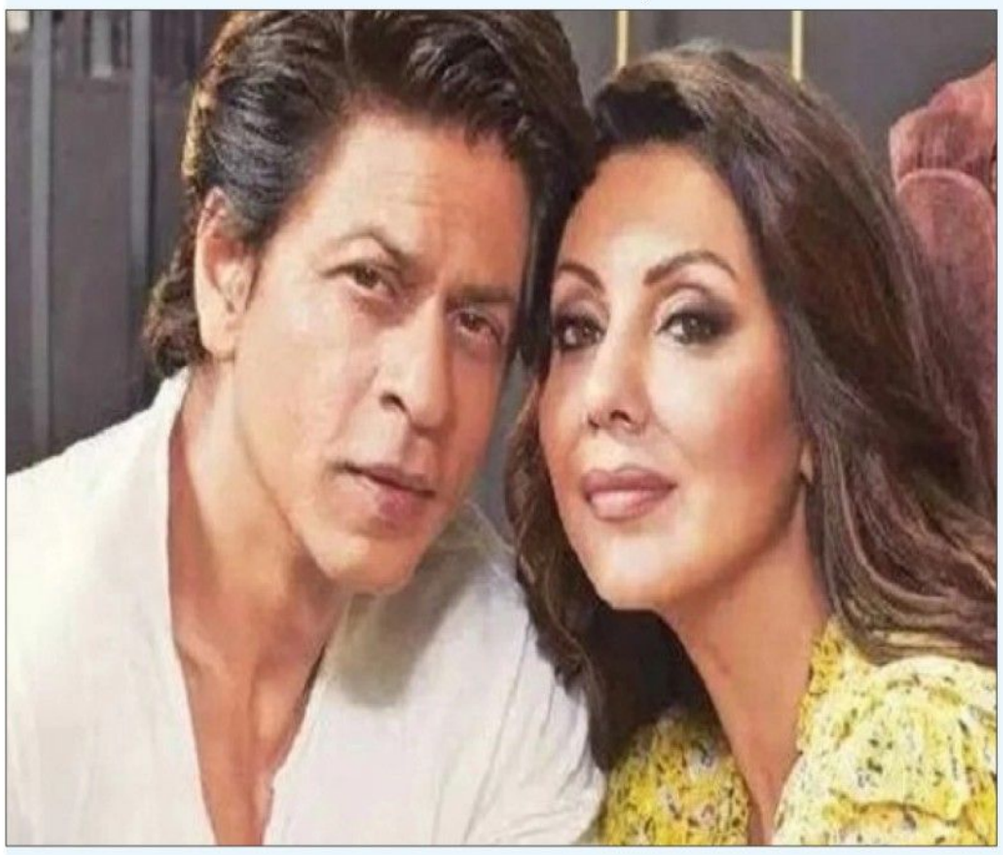

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খান বলিউড ইন্ডাস্ট্রির কিং খান। ৯০'এর দশকের অন্যতম নাম তিনি। সেইসময় একের পর এক হিট ছবিতে অভিনয় তাকে ইন্ডাস্ট্রির কিং খান বানিয়ে দিয়েছে। দর্শকমহলেও তার ভক্তের সংখ্যা অগণিত। পর্দায় তাকে এক ঝলক দেখার অপেক্ষায় থাকেন তার অগণিত অনুরাগীমহল। তবে সম্প্রতি নিজের কারণে নয়, মেয়ে সুহানা খানের একটি পুরনো ভিডিওর সূত্র ধরেই নেটদুনিয়ায় নেটনাগরিকদের একাংশের মাঝে চর্চায় অভিনেতা।

বর্তমানে প্রায়ই সুহানা খানের সূত্র ধরে চর্চায় থাকতে দেখা যায় তাকে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় সুহানা খানের একটি ভিডিও ভাইরাল হতে দেখা গিয়েছে, যেটি দেখে বোঝাই যাচ্ছে এটি বেশ অনেক আগেকার একটি ভিডিও। সেইসময় অনেক বয়স কম ছিল সুহানার। ভিডিওতে নিজের মা গৌরী খানকে নকল করতে দেখা গিয়েছে তাকে, যা দেখে নিজের হাসি সংযত করতে পারেননি অভিনেতা নিজেও।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা মিলেছে সেই আগেকার কিং খানের। সেখানে অভিনেতাকে ক্যামেরার সামনে নিজের ঘরের কিছু প্রিয় জিনিসপত্র দেখিয়ে বেশকিছু কথা বলতে শোনা গিয়েছে। ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার কন্যা সন্তান সুহানা খান ও অন্য এক ব্যক্তি। আর এই ভিডিওতেই ঐ ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। তার মাঝেই অভিনেতা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মা গৌরী খান কিভাবে অভিনেতাকে ডাকেন?

এই প্রশ্ন শোনা মাত্রই সে কোমরে হাত দিয়ে মাকে নকল করতে থাকে, যা দেখে হাসি সামলাতে পারেননি অভিনেতা নিজেও। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায় এই পুরনো ভিডিওটি ভাইরাল হতেই, তা মনে ধরেছে অভিনেতার ভক্তদের। এই মুহূর্তে এই ভিডিওটি সূত্র ধরেই নেটিজেনদের একাংশের মাঝে চর্চায় শাহরুখ খান ও সুহানা খান।

খুব শীঘ্রই বড় পর্দায় দেখা মিলতে চলেছে বলিউডের কিং খানের। আসন্ন 'পাঠান' ছবিতে পুনরায় দীপিকা পাড়ুকোনকের সাথে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। এই ছবিতে দেখা মিলবে জন ইব্রাহিমেরও। সিনেমাপ্রেমীদের পাশাপাশি অভিনেতার অগণিত ভক্তমহল রীতিমতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন 'পাঠান'এর। কয়েকদিন আগেই 'পাঠান'এ অভিনেতার ফার্স্ট লুক সামনে এসেছিল। আর অভিনেতার সেই লুক সামনে আসার পর থেকেই শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিল নেটমহলে। আপাতত অপেক্ষায় দিন গুনছেন সেই ভক্তরাই।

অনুপমের প্রাক্তন স্ত্রীয়ের সঙ্গে গোপন বিয়ে, মুখ খুললেন পরমব্রত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চুপিসাড়ে শহর থেকে দূরে বিয়ে করেছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, রবিবার রাতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে। শোনা যায় যে অনুপম রায়ের প্রাক্তন স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে বিয়ে করেছেন পরমব্রত।

মুম্বাইয়ে বিয়ে করেন তারা, এই খবরই ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার গতিতে। অনুপম রায়ের বিচ্ছেদের সময়েও তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উঠে এসেছিল পরমব্রতের নাম। এবার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, বিয়ে করেছেন তারা। সোমবার এই বিষয়ে মুখ খোলেন পরমব্রত।

পিয়ার সঙ্গে বিয়ে প্রসঙ্গে পরমব্রত বলেন, 'হ্যাঁ আমি এক একটা শহরে এক একটা করে বিয়ে করেছি। একটা নয়, লন্ডন, ঢাকা, মুম্বাই, কলকাতা চারটে বিয়ে করেছি। আর একটা দুটো নয়, অনেক নামও রয়েছে সঙ্গে। চারটে শহর, চারটে বিয়ে, চারটে সম্প্রদায় সবমিলিয়ে ভরা সংসার। শুধুই কি বিয়ে! খরচও বেড়ে গিয়েছে অনেক। এটা নিয়েও তাই খানিক চিন্তাভাবনা করছি।'

তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও পরমব্রত বিয়ের খবর ছড়িয়েছে বহুবার। কখনও কখনও এই গুজবে বিরক্ত হলেও এবার অবশ্য সেই গুজব নিয়ে মজাই করেন তিনি। অনুপম রায় ও তার স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তী বিচ্ছেদ ঘোষণা করার পরেই তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উঠে আসে পরমব্রতের নাম। শোনা যায় যে পিয়া ও পরমব্রতর ঘনিষ্ঠতার কারণেই নাকি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনুপম-পিয়া। তবে সে বিষয়ে মুখ খোলেননি তিন জনের কেউই। বেশ অনেক বছর ধরেই বিদেশিনী ইকার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন পরমব্রত। দেশে বিদেশে একসঙ্গে থাকতেনও তারা। তবে কিছু বছর আগে সেই সম্পর্কেও ভাঙন ধরে।

সুনীল গাভাস্কারের
প্রেমকাহিনি সিনেমাকেও হার মানাবে

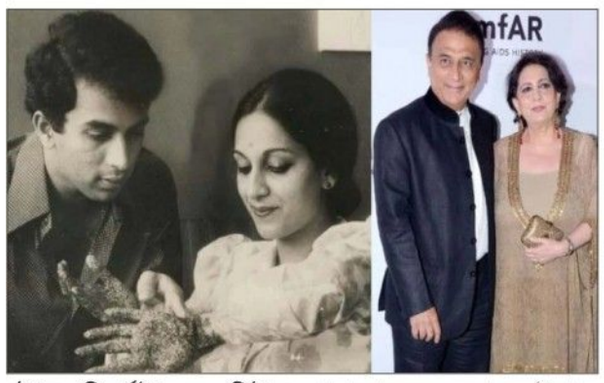

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স পঁচাত্তরের দোরগোড়ায়। ধারাভাষ্য এবং ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের মহামূল্য মতামত দেন। মহান ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব, রাশভারী মানুষটি যে আদ্যোপান্ত প্রেমিক সেটা জানতেন? সুনীল গাভাস্কারের প্রেমকাহিনি হার মানাবে বলিউডি সিনেমাকেও। সুনীল গাভাস্কারের স্ত্রীর নাম মার্শলিন মলহোত্রা। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের মেয়ে মার্শলিনকে কীভাবে খুঁজে পেলেন গাভাসকার? সেই গল্পও বেশ রোম্যান্টিক। সুনীলের সঙ্গে মার্শলিনের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন দিল্লির শ্রীরাম কলেজে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করছেন তিনি। প্রথম দেখাতেই মার্শলিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন গাভাস্কার। নাম ও ঠিকানা জোগাড় করে নিয়েছিলেন তখনই। ১৯৭৩ সালে দিল্লিতে একটি ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন মার্শলিন। ম্যাচের বিরতিতে গাভাস্কারকে দেখে অটোগ্রাফ নিতে পৌঁছে যান সুন্দরী মার্শলিন। অটোগ্রাফ কি দেবেন, মহিলা ফ্যানকে দেখে হৃদয়টাই দিয়ে বসেন লিটল মাস্টার। ঘোর কাটিয়ে বুদ্ধি করে মার্শলিনের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলেন সুনীল। মার্শলিন এসব বিষয়ে কিছুই জানতেন না। গাভাস্কার কিছুতেই মার্শলিনকে ভুলতে পারছিলেন না। শোনা যায়, প্রেমিকার খোঁজে তিনি কানপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। প্রেমিকার খোঁজে কানপুর শহরের অলি গলিতে ঘুরেছিলেন গাভাস্কার! মার্শলিনের বাড়ির আশপাশে চক্কর কাটেন। সুনীল বরাবরই সাহসী। মার্শলিনের বাড়ি গিয়ে তার পুরো পরিবারকে কানপুরে একটি ম্যাচ দেখতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ম্যাচের পর পুরো পরিবারের সামনে মার্শলিন মলহোত্রাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন সানি। মেয়ের পরিবারের আপত্তির কোনও কারণ ছিল না। ১৯৭৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সাত পাকে বাঁধা পড়েন সুনীল ও মার্শলিন।

বিশ্বমানের ফুটবল খেলতে হলে
আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে: ভারতীয় কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। সুনীল ছেত্রী-গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের ধন্য ধন্য করছে গোটা দেশ। তবে ভারতীয় দলের হেড কোচ ইগর স্টিমাচ কিন্তু আবেগের জোয়ারে গা ভাসাতে রাজি নন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে জোড়া ট্রফি জিতলেও, স্টিমাচের দাবি বোর্ডের তরফ থেকে যে ভাবে ভারতীয় ফুটবল চলছে, তাতে বিশেষ কিছু সাফল্য আশা করা উচিত নয়। তিনি বলেন, ভারতকে বিশ্বমানের ফুটবল খেলতে হলে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। স্টিমাচ বলেন, "দুটি ট্রফি জিতলেও যে ভাবে ভারতীয় ফুটবল চলছে, তাতে আমি একেবারেই খুশি নই। আইএসএল খেলে ছেলেদের খারাপ অভ্যাস হচ্ছে। ফাইনাল থার্ডে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে পারছে না। যেখান থেকে গোল হবে, সেদিকে পাস দেওয়াটা ভীষণ জরুরি।" স্টিমাচ মনে করছেন, যত দ্রুত সম্ভব কিছু বিষয় বদলানো প্রয়োজন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সে নিয়ে পদক্ষেপ নিলে তবেই উপকৃত হবে দল। এমনটাই মত স্টিমাচের। জাতীয় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কারও হস্তক্ষেপও চান না। সেটা মনে করিয়ে দিয়ে ইগর ফের যোগ করেন, "আমরা লম্বা করে পা বাড়াতে বাড়লে তবেই অন্য দেশের জাতীয় দলের থেকে আমাদের পার্থক্যটা কমবে। আমাদেরই ঠিক করতে হবে যে দেশের মাটিতে খেলে আর জিতেই আমরা আনন্দ করব নাকি বাইরে গিয়েও খেলব।" দলের দায়িত্ব নিয়ে ছেলেদের নতুন ভাবে ভাবতে শিখিয়েছেন ইগর স্টিমাচ। হারের হতাশা কাটিয়ে কঠোর অনুশীলন ও নতুন স্ট্র্যাটেজি সাজিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র দিয়েছেন। প্রতিভাকে মেজে-ঘষে নিয়ে খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই দুই সপ্তাহে দুটি আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের পরও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি নন ক্রোয়েশিয়ান কোচ।

স্ত্রী ক্যান্ডিসের পোস্টে
ওয়ার্নারের অবসরের ইঙ্গিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টেস্টে ডেভিড ওয়ার্নারের ভবিষৎ কয়েকদিন ধরেই প্রশ্নের মুখে। অ্যাশেজের প্রথম তিন টেস্টে রান না পাওয়ায় দলে জায়গা ধরে রাখা নিয়েও সংশয় রয়েছে। লিডস টেস্টের পর ওয়ার্নারের স্ত্রী ক্যান্ডিস ইনস্টাগ্রামে একটি মেসেজ পোস্ট করেন। সেখানেই তিনি অজি তারকার টেস্ট কেরিয়ার শেষের ইঙ্গিত দেন। অ্যাশেজের পর টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানো নিয়ে কিছু বলেননি ওয়ার্নার। কিন্তু তার স্ত্রীর পোস্ট থেকে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে তিন মেয়ে এবং ওয়ার্নারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্যান্ডিস বলেন, 'টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ট্যুর করার এক যুগ শেষের পথে। সময়টা দারুণ কেটেছে। আমাদের মেয়েদের গাং বরাবরই তোমার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার। ভালোবাসা রইল।'

পরিবারের ছবি পোস্ট করে এমনই লেখেন ডেভিডের স্ত্রী। লিডস টেস্টের পর ওয়ার্নারের ম্যানচেস্টার টেস্টে সুযোগ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করেন প্যাট কামিন্স। জানান, দলে ফিরতে পারেন ক্যামেরুন গ্রিন। হেডিংলেতে শতরান করায় পরের টেস্টে মিচেল মার্শের জায়গা পাকা। সেক্ষেত্রে গ্রিনকে দলে ফেরানো হলে, জায়গা খোয়াবেন ওয়ার্নার।

সৌরভ-শচীনদের সঙ্গে খেলতেন,
কোথায় হারিয়ে গেলেন সেই ভারতীয় ওপেনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সদগোপান রমেশ। বর্তমান ক্রিকেট প্রজন্ম হয়ত এই নামটার সঙ্গে ওয়াকিবহাল নাও থাকতে পারে কিন্তু, একটা সময় ভারতের চেন্নাইয়ের এই ক্রিকেটার শচীন-সৌরভদের সঙ্গে ভারতের জাতীয় দলের হয়ে ওপেন করতেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের মেয়াদ দীর্ঘ হলেও দেশের হয়ে তিনি ১৯টি টেস্ট ম্যাচ এবং ২৪টি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি তার ঝুলিতে জোড়া শতরান এবং ১৪টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। কিন্তু, অবসর গ্রহণের পর ভারতীয় ক্রিকেট জগৎ থেকে তিনি কার্যত হারিয়েই গিয়েছিলেন।

বর্তমানে আইপিএল জমানায় বহু সাবেক ক্রিকেটারকেই বিশেষজ্ঞ প্যানেলে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, ২২ গজে প্রচারের আলোয় আর আসতে চাননি সদগোপান রমেশ। অবসর গ্রহণের পর ৮ বছর পর্যন্ত তিনি নিজের ব্যাটটাও আর ছুঁয়ে দেখেননি। সম্প্রতি তিনি আবারও সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছেন। কিন্তু কেন? রমেশ অবসর গ্রহণ করার পর ক্রিকেট থেকে একেবারেই দুরে থাকতে চেয়েছিলেন। সেকারণে তিনি কেরিয়ারের চেনা পথও এক নিমেষে বদলে ফেলেন। পা রাখেন বিনোদন জগতে। বর্তমানে তিনি তামিল সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির একজন যথেষ্ট পরিচিত মুখ। ২০০৮ সালে রুপোলি পর্দায় তার অভিষেক হয়েছিল। রোম্যান্টিক কমেডি সিনেমা সন্তোষ সুব্রামণিয়াম সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তিনি সকলের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন জয়াম রবি, জেনেলিয়া ডি'সুজা এবং প্রকাশ রাজের মতো তারকারা। ৫৬তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস সাউথে 'সন্তোষ সুব্রামণিয়াম' সেরা সিনেমা, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা এবং সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। ২০১১ সালে স্পোর্টস কমেডি পোট্টা পাট্টিতে প্রধান চরিত্রাভিনেতার ভূমিকায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রমেশকে। এই সিনেমাটি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিল। পাশাপাশি মাধা গাজা রাজা সিনেমাতেও তাকে বিশেষ চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে চেন্নাইয়ে একটি স্টুডিয়ো খুলেছেন। এখানে বেশিরভাগ সময়ই অডিও রেকর্ডিং করা হয়। স্টুডিয়োও নাম রেখেছেন 'স্বরাস'। পাশাপাশি টেলিভিশনের একটি রিয়ালিটি শো'র বিচারক হিসেবেও তিনি কাজ করছেন।

বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে খেলার
রেকর্ড ছুতে চলেছেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্যারিবিয়ান সফরে আরও একটি বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিরাট কোহলির। যেই রেকর্ড এর আগে শুধু ছিল সাবেক ভারতীয় কিংবদন্তী শচীন টেন্ডুলকারের। এর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একই দেশের বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন শচীন। এবার সেই রেকর্ড গড়ার সুযোগ বিরাট কোহলির সামনে। ফলে শচীনের সব ধরনের রেকর্ডেই কোহলি ভাগ বসাচ্ছেন তা বলাই যায়। ১৯৯২ সালে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার সফরে গিয়েছিলেন শচীন। সেবার জিওফ মার্শের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। তার প্রায় ২ দশক পর ২০১১-১২ সালে নিজের কেরিয়ারের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শত শতরানের মালিক। সেই সফর ছিল জিওফ মার্শের ছেলে শন মার্শের প্রথম টেস্ট সিরিজ। ফলে বাবার সঙ্গে খেলার ২০ বছর পর ছেলের সঙ্গেও খেলার অনন্য নজির গড়েছিলেন শচীন।

এবার এই একই রেকর্ড ওয়েস্ট বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে গড়ার সুযোগ রয়েছে বিরাট কোহলির সামনে। ২০১১ সালে যখন বিরাট কোহলি প্রথমবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিলেন সেই সময় ক্যারিবিয়ান দলের সদস্য ছিলেন শিবনারায়ণ চন্দ্রপাল। ভারতের বিরুদ্ধে চন্দ্রপালের শেষ সিরিজ ছিল সেটি। আর এবার ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বিরাট কোহলিই একমাত্র সদস্য যে ২০১১ সালের দলে ছিল। আর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে রয়েছে শিবনারায়ণ চন্দ্রপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দ্রপাল। প্রথম টেস্টে পুথম দলে থাকার সম্ভাবনাও প্রবল তেজনারায়ণের। ফলে কোহলিও একই দলের পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে খেলার রেকর্ড গড়তে পারেন। ক্যারিবিয়ান সফরেও ব্যাট হাতে একাধিক রেকর্ড গড়ার সুযোগ রয়েছে বিরাটের। কোহলির ব্যাটে বিরাট রান দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন ফ্যানেরা।

সুনীল গাভাস্কারের
তোপের মুখে রোহিত শর্মা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তিন ফরম্যাটে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রোহিত অধিনায়ক হওয়ার পর তাকে নিয়ে বেশ প্রত্যাশা ছিল দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারের। তবে রোহিতের অধিনায়ত্বে হতাশ হয়েছেন তিনি। গত দেড় বছরে তার অধিনায়কত্ব কোনোভাবেই গাভাস্কারের প্রত্যাশাকে ছুঁতে পারেনি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, টি-২০ বিশ্বকাপসহ আইসিসির কোনো আসরেই শিরোপা পায়নি ভারত। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ঘরের মাঠে সাফল্য পেলেও দেশের বাইরে অনেকটাই নিষ্প্রভ। এ ব্যাপারে গাভাস্কার বলেন, 'রোহিতের কাছে আমি আরো বেশি কিছু আশা করেছিলাম। ভারতে ব্যাপারটা ভিন্ন তবে আসল পরীক্ষাটা হলো দেশের বাইরে ভালো করা। এই জায়গায় সে আমাকে কিছুটা হতাশ করেছে। এমনকি টি-২০ ফরম্যাটেও, আইপিএলের সব অভিজ্ঞতা, শত শত ম্যাচে অধিনায়কত্ব ও আইপিএলের সেরা খেলোয়াড়দের মিশ্রণে দল গড়েও ফাইনাল খেলতে না পারাটা হতাশার।'

অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হেরেছে ভারত। এই হারের পর প্রস্তুতির অভাবের কথা বলেছিলেন রোহিত। তবে এনিয়ে গাভাস্কারের তোপের মুখে পড়েছেন ভারত অধিনায়ক।

গাভাস্কার বলেন, 'কেমন প্রস্তুতির কথা আমরা বলছি? এখন তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়েছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে যা হয়েছে তার উদাহরণ আপনার সামনেই। এখন কি কোনো ম্যাচ খেলছেন? তাহলে ২০-২৫ দিন নিয়ে কথা হচ্ছে কেন? প্রস্তুতির ব্যাপারে কথা বলতে হলে ভালো ভাবেই বলতে হবে। ১৫ দিন আগে গিয়ে দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলুন।'

ক্রিকেটের কোন ফরম্যাট সবচেয়ে সেরা ফরম্যাট?
জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট দুনিয়ায় টি-টোয়েন্টির দাপট এত বেশি যে, এর প্রভাবে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে টেস্ট এমনকী ওয়ানডে ক্রিকেট! অনেক ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা এমনই মন করেন। ক্রিকেটের কোন ফরম্যাট সবচেয়ে সেরা ফরম্যাট? জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলী।

তবে এখনও টেস্ট ক্রিকেটকে সব ফরম্যাটের রাজা মনে করেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক তথা সাবেক বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী। যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন সর্বশেষ চারটি টেস্টের কথা। যার মধ্যে তিনটি অ্যাশেজের, একটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল।

হেডিংলি টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে অ্যাশেজ সিরিজের লড়াইয়ে টিকে গেছে ইংল্যান্ড। বেন স্টোকসদের জয়ের পরে টুইটারে সৌরভ লিখেছেন, 'সবাই টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। কিন্তু শেষ চারটি টেস্ট দেখিয়ে দিল, কেন আমাদের টেস্ট ক্রিকেট বাঁচিয়ে রাখা উচিত। দুর্দান্ত একটা খেলা দেখলাম। টেস্টই বিশ্বের সেরা ফরম্যাট।'

চলতি অ্যাশেজের প্রথম দুটি টেস্ট জিতে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দুটি টেস্টই গড়িয়েছিল শেষ দিনে। তৃতীয় ম্যাচে এসে জয়ের দেখা পেল স্বাগতিক ইংল্যান্ড; যদিও ম্যাচটি চারদিনে শেষ হয়েছে। রোমাঞ্চকর ম্যাচটিতে দুই দলেরই জয়ের সুযোগ ছিল। তাই সৌরভের মুখে এত প্রশংসা। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড এখনও টেস্ট ক্রিকেটকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনেই রাখে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR